দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 NOV 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গনে

মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল

গত ২৯ নভেম্বর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯০ সালের আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। আলিম পরীক্ষায় ২৫ হাজার ৬শ' ২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ হাজার ৫শ' ২৩ জন; ১৫ হাজার ১শ' ৯৯ জন ফাজিল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭ হাজার ৯৯ জন এবং কামিল পরীক্ষায় ৯ হাজার ১শ' ৫৫ জনের মধ্যে ৫ হাজার ৫শ' ৮ জন পাস করেছে। পাসের হার আলিম ৪৪.৯৬; ফাজিল ৪৬.৭০ এবং কামিল ৬০.১৬ শতাংশ। পাসের হার কমের কারণ হিসেবে নকল প্রবণতা রোধে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর পাসের হার গড়ে প্রায় দশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল এই চারটি পর্যায় রয়েছে। দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৪শ', আলিম মাদ্রাসার সংখ্যা ৬শ' ৯০টি, ফাজিল ৬শ' ৭০টি এবং কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৭০টির মত। এসব মাদ্রাসায় প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক ও লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। উত্তরোত্তর এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও প্রয়োজনানুসারে নেই শিক্ষক, ঘরদোর, শিক্ষার উপকরণাদি। দেশের সার্বিক শিক্ষা উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা ও গুরুত্বকে স্মরণে রেখে সরকারের উচিত নকল প্রবণতা প্রতিরোধের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার মান ও সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া। পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এক মারাত্মক অভিশাপ। এ অভিশাপ হতে অবশ্যই আমরা মুক্তি চাই। নকল প্রবণতারোধ অবশ্যই করতে হবে এবং পাশাপাশি পরীক্ষায় পাসের হারের উন্নতিও আমরা চাই। পরীক্ষার ফলাফলে নিম্নগামিতা আমাদের কাম্য নয়। শিক্ষার্থীরা নকল যেন না করে, নকলের প্রবণতা যেন মনে না জাগে, নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করতে পারে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টির দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার গুণগত দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা এবং ফলাফলের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে।' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্যে যদি সত্যিকারের পরিবেশ থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নকল করার প্রবণতা থাকতে পারে না। পরীক্ষার সময় কঠোরতা প্রদর্শনের পাশাপাশি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সব সময়ই কঠোর নিয়ম শৃংখলা বজায় থাকে তাহলে পড়াশুনা এবং পরীক্ষার ফলাফলও আশানুরূপ পাওয়া যাবে এবং 'কঠোর হস্তে নকল প্রবণতা রোধের ফলে উত্তীর্ণের হার হ্রাস' পাওয়ার মত গ্লানি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে বলে আমরা মনে করি।

শফিউল ইসলাম